যে পৃথিবী দেখতে চাই
গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

সব বাধা দু-হাতে সরিয়ে যেতে যেতে
আমি একবার তোমাদের দিকে ফিরে বললাম,
ভয় নেই
প্রস্তুত থেকো
কয়েকদিনের মধ্যেই আমি ফিরে আসব

আমাদের তরুণ বয়সে
এক আকাশ মুগ্ধতা নিয়ে আমরা
বড়ো হয়ে উঠছিলাম
আমরা শুনেছিলাম নিঃশব্দ বিপ্লবের মধ্যেই
আমাদের কাজ চলতে থাকবে
যে সময় চলে যায়
তাকে প্রকৃত আটকে রাখার দায়িত্ব নিয়ে
মনে মনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিই
সেখানে কোনোদিন যেন
কোনো অশ্রুপাত না হয়

যে পৃথিবী দেখব বলে
ফিরে আসতে চেয়েছি
তেমন পৃথিবীতে প্রকৃত অধিকারীর মতো
বেঁচেবর্তে থাকতে চাই

আদুড় জীবনে
শান্তি সংহ

জেব্রা-জিরাফের গল্প হরদাম তুমি কত্ত
অথচ হিলহিলে সাপ, কিংবা কেঁচো, উঁইপোকা
বেঁচে থাকে কাদামাটি, বাশবনে, প্যাঁচা-বাদুড়ের ডাক
শোনা যায় নিশিকালো, আকাশপ্রদীপ জ্বলে
কার্তিকের হিমরাতে, সাতটি তারার কাছাকাছি
এই সব চেনাশোনা-আয়োজন বড়ো বেশি প্রয়োজন
আমাদের সাদামাটা, ছাল-ওঠা, আদুড় জীবন

প্রতিবিম্ব
রজতকান্তি সিংহচৌধুরী

ছায়ার নীচে গভীর খির জলে
আমার ছবি দেখো
তোমার অথই ভালোবাসা
দু-হাত ভরে পারিনি আমি নিতে
আমার মরু-হৃদয়পুরে
রক্তমাখা শিকড় ফুঁড়ে
শিরমনসায় ফু ফুটেছে
কাঁটার ভরে পারিনি তা-ও দিতে

ছায়ার নীচে গভীর কালো জল
মধ্যিখানে আমার নাম লিখো।

পশু
রমেন আচার্য

চৌকো ঘর থেকে যিদ মাথা তুলি নক্ষত্র-ভুবনে
ধুলিকণিকার মতো মনে হয় তখন নিজেকে।
এই মনে হওয়া বিজ্ঞান না মেনে
নক্ষত্রগুলিকে রাখে হাতের তালুতে। ওরা
চৌকো ঘর থেকে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে বলে-
চলো, গোরস্থানে চলো
কফিনের ঢাকনা খুলে দেখো-
কল্পনাগুলিকে তোমরা কীভাবে মেরেছো।

আদতে এই গ্রহটি খুব সুখকর নয়। সান্ত্বনা স্বরূপ
ঈশ্বর সবার মধ্যে স্বপ্ন আর কল্পনাকে অত্যন্ত কৌশলে
যৌনতার সঙ্গে মেশালেন।

যদি শুদ্ধ ও সুন্দর ওই কল্পনা না থাকে-
তাহলে কী থাকে আর?
ভালোবাসা শরীরকে একা ফেলে রেখে
স্বপ্নের কাছে ছুটে গেছে। আর
যৌনতা তখন তার স্বরূপ হারিয়ে
ভয়ংকর পশু হয়ে ওঠে।

পৃথিবী বদলে গেছে
কানাইলাল জানা

পৃথিবী বদলে গেছে। এখন মাছ পাঠিয়ে দিচ্ছে সাঁতার, গাছ ছুড়ে
দিচ্ছে হাসি, নাট্যশাক এঁকে দিচ্ছে আলপনা। শালিখ জ্বেলে দিচ্ছে
লন্ঠন, খরগোশ লিখে দিচ্ছে গল্প, শাবল ফেলে দিচ্ছে মোয়া, ধুলো
নামিয়ে দিচ্ছে কীর্তন, কৌতুক রেখে আসছে প্রণাম। অতএব গেরস্থলি
নিয়ে কী করব ভাবতে ভাবতে হগিরগিটি মস্ত থলিতে ভরে নিল সব...

খচ্ছরের পিঠে চেপে এল জ্যোৎস্না, ভৈরবীর পিঠে চেপে ডানা। শ্মশানের
পিঠে চেপে রক্তজবা। এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করছিল গা ছম্‌ছম্‌
রহস্য. সবাইকে নিয়ে রহস্য ঢুকে গেল উলুখড়ের জঙ্গলে...

তরমুজ ঘাড়ে করে এনেছিল কান্না, পানের পিক্‌ এনেছিল জ্বর,
অম্লজীর্ণ এনেছিল দগদগে ঘা। সারাজীবন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল
কুয়োতলা। কিছু একটা তো করি, বলে চোখে জলের ছিটে পর্যন্ত
না দিয়ে কান্না জ্বর আর ঘা কে নিয়ে কুয়োতলা চলে গেল ঘুগনি
পাড়ায়...